দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB. 27 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৫ ...

কওমী মাদ্রাসায় গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধিতে ক্ষোভ ও আশঙ্কা

বগুড়া অফিস ঃ দেশের উত্তরাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল পরিচিত কওমী মাদ্রাসাসমূহে গোয়েন্দা তৎপরতার বৃদ্ধি ও বিশেষ বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার ঘন ঘন জিজ্ঞাসাবাদে মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরক্তি ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রসমূহ হতে জানা যায়, সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা গত একমাসে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসায় এসে শিক্ষকদের উল্টাপাল্টা জেরা করে তাদের বার বার বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করে এখানে কারা কারা 'হরকতুল জেহাদের' সাথে জড়িত? কারা কারা আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে জেহাদ করেছে? মাদ্রাসা চালানোর জন্য এতটাকা কোথা থেকে আসে? ইত্যাদি। পুলিশ বিশেষ করে উত্তরের তিনটি কওমী মাদ্রাসা বগুড়ার কাদেমুল উলুম জামিল মাদ্রাসা, পাবনার জামেয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসা ও সিরাজগঞ্জের রেলওয়ে কলোনী মাদ্রাসায় কয়েকদফা গোয়েন্দা অনুসন্ধানের কাজ সম্পন্ন করেছে। সিরাজগঞ্জ রেল কলোনী মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওঃ নজরুল ইসলামকে পুলিশ আফগান জেহাদে অংশগ্রহণের অভিযোগে ধরেও নিয়ে যায়। এদিকে, সূত্রে জানা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষকরা অনেক সময় গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে তাদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইলেও গোয়েন্দারা খারাপ ব্যবহার করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গোয়েন্দাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, কওমী মাদ্রাসার নিরীহ শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার বিনাশসাধনের নীলনক্সা বাস্তবায়নে সরকারের ইচ্ছার প্রতিফলনই এতে পাওয়া যায় বলে মাদ্রাসার প্রবীণ শিক্ষকরা মনে করেন।